theindependent

8 May, 2011

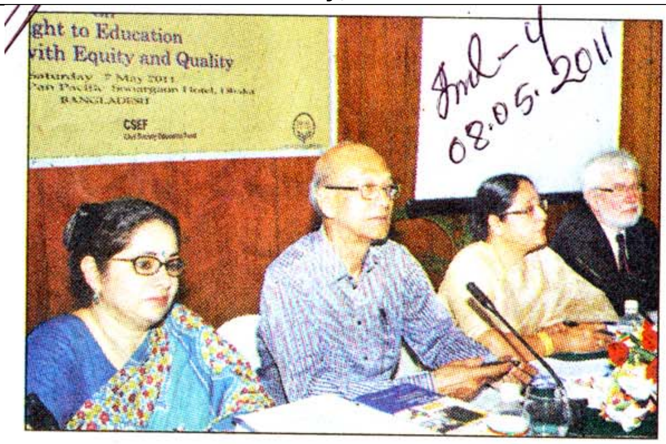

Education Minister Nurul Islam Nahid addresses a roundtable on 'Rights to education: Admission on the basis of equality and quality'at a city hotel on Saturday. INDEPENDENT PHOTO

'Top priority to edn sector in next budget'

STAFF REPORTER

DHAKA, MAY 7: Speakers at a roundtable on Saturday underscored the need for giving top priority to education in the upcoming budget to implement the newly adopted education policy-2010.

The discussants also demanded allocating Tk 25 thousand crore for the education sector in the upcoming budget to implement the education policy, which is a major challenge to the present government to ensure quality education for all.

The demand came at a roundtable on the 'Right to Education: Ensuring Access with Equity and Quality', organised by the campaign for popular education (CAMPE) at a hotel in the city.

Prof Mahfuza Khanam, secretary general of Asiatic Society of Bangladesh presided over the roundtable, which was addressed among others by Education Minister Nurul Islam Nahid, Rasheda K Chowdhury, executive director of CAMPE and also a former adviser to the caretaker government, Dr Manzoor Ahmed, Prof of BRAC University and Prof R Gobinda, Vice Chancellor of National University of Educational Planning and Administration (NUEPA), Delhi, India.

They urged the government to formulate a specific plan to allocate at least six per cent of GDP for the education sector in the budget gradually, to ensure quality education for all.

Speaking as the chief guest education minister Nurul Islam Nahid said the government will give top priority to the education sector in the next budget in order to implement the education policy-2010.

The minister sought all out support from the country's civil society, academics as well as people from all walks of life for implementing the education policy.

"It is impossible to realise the education policy without cooperation from all," he said.

In the mean time, the government has formed a total of 24 subcommittees to implement the education policy smoothly, the minister said.

Advertisement Place

Admin 08/05/2011 00:19:00

Edn law to be formulated : Nahid

Bangladesh Sangbad Sangstha . Dhaka

The education minister, Nurul Islam Nahid, has said the government will formulate education law for implementing the National Education Policy properly as early as possible.

'We are implementing the education policy to build the new generation as competent citizen by providing modern and quality education,' he told a roundtable on 'Rights of education: Admission on the basis of equality and quality' organised by Campaign for Popular Education, in a city hotel on Saturday.

Executive director of CAMPE, a non-government organisation, Rasheda K Choudhury, Keith Lewin of University of Sussex in the UK, senior adviser of BRAC University Manzur Ahmed, vice-chancellor of National University of Educational Planning and Administra-tion, India professor R Gobinda, among others, addressed the meeting with secretary general of Asiatic Society of Bangladesh professor Mahfuza Khanam in the chair.

Many significant changes have already been brought in the country's education sector, Nahid said adding ensuring quality education is still a big challenge, an official release said.

The present government has formulated an education policy by including opinions from all levels of the people to bring a qualitative change in the education sector, he added.

প্রথম আলো

৮ মে ২০১১

গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আইন করা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি শিক্ষা আইন করা হবে। ইতিমধ্যে আইনের খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। শিক্ষায় বাধা দূর করতে পারে এমন আইনই করা হবে।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে শিক্ষা বিষয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত শিক্ষার অধিকার বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানসম্মত শিক্ষা। এ জন্য আমরা এখন মানসম্মত শিক্ষক তৈরির চেষ্টা করছি। শিক্ষক নিয়োগে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মতো আলাদা কমিশন করা হবে।'

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ চালুর জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প-২০২১-এর কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য শিক্ষার আমূল পরিবর্তন দরকার। নতুন প্রজন্মকে শুধু আধুনিক শিক্ষা নয়, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'আমরা আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য মোট বাজেটের ২০ ভাগ চেয়েছি। এ ছাড়া শিক্ষা খাতের জন্য ধাপে ধাপে জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ৬ শতাংশ ব্যয় করতে হবে।'

অনুষ্ঠানে তিনটি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনজুর আহমেদ, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্সের কেইথ লেউইন, ভারতের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপাচার্য আর গোবিন্দ।

এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজা খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কাজী সালেহ আহমেদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, অ্যাকশনএইডের কান্ট্রি পরিচালক ফারাহ কবীর প্রমুখ।

সমকাল

শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়ন করুন

SHARE

গড় রেটিং: 0%

রেটিং :

সমকাল প্রতিবেদক

গণসাক্ষরতা অভিযানের গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, শিক্ষাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। এটাকে কেবলমাত্র 'অধিকার' হিসেবে রাখা হলে কোনোদিনও দেশ থেকে দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতা দূর হবে না। এজন্য প্রয়োজনে 'শিক্ষা অধিকার আইন' প্রণয়ন করতে হবে। তারা শিক্ষা খাতে আসন্ন বাজেটে কমপক্ষে ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানান।

'গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ-২০১১' উপলক্ষে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে শনিবার বিকেলে এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। 'শিক্ষার অধিকার : অংশগ্রহণ, সমতা ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এ গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাহফুজা খানম। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক বেগম রাশেদা কে চৌধুরী।

তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন করতে গেলে শিক্ষা অধিকার আইন তৈরি করতেই হবে। এ আইন না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বৈষম্য দূর হবে না। তিনি বলেন, শিক্ষাকে সংবিধানে 'অধিকার' হিসেবে রাখলে আর চলবে না। এটাকে 'মৌলিক অধিকার'-এর স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট বাজেটের ২০ শতাংশ অথবা মোট জাতীয় আয়ের ৬ ভাগ খরচ করার তাগিদ দিয়ে তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন, এবারের আসন্ন বাজেটে এ খাতে কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া উচিত।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অন্যান্য আলোচকদের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, পৃথক একটি 'শিক্ষা আইন' না হলে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্সের প্রফেসর কেথ লেউইন ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ডেভেলপমেন্টের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ড. মনজুর আহমেদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন থাকা খুবই জরুরি। ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, স্থায়ী কমিশনের চেয়েও জরুরি শিক্ষা খাতের পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন ও মনিটরিং নিশ্চিত করা। গোলটেবিল বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. কাজী সালেহ আহমেদ, মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আইনুন নিশাত, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক সদস্য হান্নানা বেগম, পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এডুকেশন ওয়াচের সমীর রঞ্জন নাথ।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
8 May, 2011

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার শিক্ষা আইন করবে : শিক্ষামন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় শিক্ষানীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার যথাশিগগির শিক্ষা আইন প্রণয়ন করবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল শনিবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'শিক্ষার অধিকার : সমতা ও মানের ভিত্তিতে ভর্তি নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব প্রফেসর মাহ্ফুজা খানমের সভাপতিত্বে বৈঠকে অন্যদের মধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র উপদেষ্টা ড. মঞ্জুর আহমেদ, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স-এর প্রফেসর কেইথ লেউইন, ভারতের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশনাল প্লানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশনের উপাচার্য প্রফেসর আর গোবিন্দ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
8 May, 2011

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার শিক্ষা আইন করবে

—শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি শিক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। কারণ, আইন ছাড়া এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা যাবে না।

গতকাল (শনিবার) রাজধানীর একটি হোটেলে 'শিক্ষার অধিকার' বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। সেমিনারটি আয়োজন করে গণসাক্ষরতা অভিযান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। এজন্য দেশের সকল মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে আজকের নতুন প্রজন্ম। যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে তাদেরকে। প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে তা করা সম্ভব হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন

সরকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ নীতি প্রণয়নকালে দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বিরোধীদল, আলেম-ওলামাসহ বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের মতামত গ্রহণ করেছে। খুব বড় কোন মতপার্থক্য দেখা দেয়নি মন্তব্য করে তিনি বলেন এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিপুল সম্ভাবনা সেখানে। তিনি এর বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সকলকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আইন হবে :শিক্ষামন্ত্রী

লেখক: ইত্তেফাক রিপোর্ট | শনি, ৭ মে ২০১১, ২৪ বৈশাখ ১৪১৮

জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করবে সরকার। আইন প্রণয়ন করা না হলে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এ আইনের খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে। শনিবার সোনারগাঁও হোটেলে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত "শিক্ষার অধিকার: সমতা ও মানের ভিত্তিতে ভর্তি নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এ তথ্য জানান।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব প্রফেসর মাহফুজা খানমের সভাপতিত্বে বৈঠকে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, কাজী ফারুক আহমেদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র উপদেষ্টা ড. মঞ্জুর আহমেদ, তালেয়া রহমান, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স-এর প্রফেসর কেইথ লেউইন ভারতের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশনাল প্লানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশনের উপাচার্য প্রফেসর আর গোবিন্দ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। তিনি বলেন, এ নীতি প্রণয়নকালে দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বিরোধীদল, আলেম-ওলামাসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। খুব বড় কোন মতপার্থক্য দেখা দেয়নি মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিপুল সম্ভবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করার পূর্বে ৪০ ভাগ এবং দশম শ্রেণী সমাপ্ত করার পূর্বে ৬০ ভাগ ঝরে পড়ে। ফলে সরকারের নানা উদ্যোগ থাকলেও তা ততটা কার্যকর হচ্ছে না। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম, শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা শিক্ষা মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারকে কাজ করতে হবে।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা আইন করা হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে শিক্ষা আইন প্রণীত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া তৈরির কাজ শুরু করেছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ২৪টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো নীতি বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, পদক্ষেপ, প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ঠিক করবে।

'শিক্ষার অধিকার ঃ ইক্যুইটি অ্যান্ড কোয়ালিটি নিশ্চতকরণ' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সাহায্য সংস্থা 'গণসাক্ষরতা অভিযান' এ আলোচনার আয়োজন করে। এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা মাহফুজা খানমের সভাপতিত্বে আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ও বিগত জরুরি সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী।

'শিক্ষার অধিকার ঃ প্রেক্ষিত ভারত' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশন প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমেনিস্ট্রেশনের ভিসি অধ্যাপক আর গোবিন্দা এবং বাংলাদেশ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছে। এলক্ষ্য অর্জনে নতুন প্রজন্মকে ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, আধুনিক মানসম্মত ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ বা উদ্যোগ নেই। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে জিডিপি'র ছয় শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার পুরো ভার সরকারকেই নিতে হবে।